মৃণাল সেন

শিলাদিত্য সেন

মৃণাল সেন বরাবর বলে এসেছেন, "সংকটের ঘাড়ে চেপেই আমাদের চলতে হবে। সংকটকে ভয় পেলে চলবে না।" ফলে ষাটের দশকের মাঝামাঝি বা শেষ থেকে সারা সত্তর দশকের উত্তাল কলকাতা কিংবা তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা অনবরত উঠে আসত তাঁর *বাইশে শ্রাবণ*-এর পর প্রায় প্রতি ছবিতেই। *আকাশকুসুম, ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১, পদাতিক, কোরাস*-এর মতো সাদাকালো ছবিতে বাঙালি মধ্যবিত্তের অসার স্বপ্নের বা স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি বুনে দিতেন তিনি। যেহেতু বাঙালি মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বে আকীর্ণ, রুক্ষ, স্ববিরোধী, আর অসুন্দর জীবন ঠাঁই পেত তাঁর ছবিতে, দর্শকের বড় একটা অংশের বেশ অস্বস্তিই হত তাঁর ছবি দেখতে।

নকশাল আন্দোলন থেকে জরুরি অবস্থা অবধি বামপন্থী আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতার ইতিহাসও ধরা পড়ত তাঁর এই সব ছবিতে। ধরা পড়ত অসম্ভব দারিদ্র আর ভয়ংকর শোষণ। গণতন্ত্রের বকলমে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, প্রশাসন, পুলিশ-আইন-আদালতের শাসন নিয়ে প্রায়ই সপ্রশ্ন হয়ে উঠতেন তিনি, সেই সময়কার প্রায় প্রতিটি ছবিতেই। সে দিক থেকে দেখলে ভারতীয় ছবিতে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার।

এই রাজনৈতিক সচেতনতার পিছনে তাঁর ফেলে-আসা ফরিদপুরের জীবন। বাবা ছিলেন উকিল, চরমপন্থী কংগ্রেসিদের অন্যতম বিপিনচন্দ্র পালের যে গোষ্ঠী---তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ। ফরিদপুরে তখন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন লেগেই থাকত। মৃণাল সেনের জন্ম যে বছর, সেই ১৯২৩-এর রায়ত সম্মেলনের বক্তৃতায় বাবা

১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লবের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। বিপ্লবীদের ফাঁসির হুকুম হলে বাবা তাঁদের হয়ে কেস লড়তেন। আর সুভাষচন্দ্র বসু ও বিপিনচন্দ্র পালের স্নেহধন্য ছিলেন মা, ব্রিটিশ-বিরোধী জনসভায় উদ্বোধনী গান গাইতেন তিনি। এসবই দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন মৃণালবাবু।

সত্তর দশকের শেষ থেকে, কিংবা আশির দশকের গোড়া থেকে একুশ শতকের গোড়া পর্যন্ত যে ধরনের ছবি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মৃণাল সেন, সেখানে শুধু ভারতীয় জীবনই নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনও যেন আরও বেশি মাত্রায় বেআব্রু হয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার আর অস্ত্র রইল না, প্রায় প্রতিটি ছবির চরিত্রদের তিনি চুল ধরে টেনে আনতেন, দাঁড় করিয়ে দিতেন আয়নার সামনে। *ওকা উরি কথা, একদিন প্রতিদিন, আকালের সন্ধানে, খারিজ, খণ্ডহর, জেনেসিস, মহাপৃথিবী, অন্তরীণ, আমার ভুবন*--- এ ধরনের ছবিতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষ, এমনকী নিজেকেও আত্মসমালোচনা আর প্রশ্ন করা শুরু করলেন তিনি। আদৌ কতটা বাস্তবনিষ্ঠ হতে পারছেন, বা হওয়ার চেষ্টা করছেন শিল্পকর্মীরা, কিংবা বাস্তবের ধাপ বেয়ে চলতে চলতে কোনও ইচ্ছাপূরণের মোহে আটকে পড়ছেন না তো তাঁরা?--- এসব প্রশ্নেরই যেন উত্তর পাওয়ার একটা দুর্মর চেষ্টা ছবিগুলিতে।

নিজের নানান ছবিতে স্মৃতিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন মৃণাল সেন। ধরাবাঁধা ছাঁচে আঁটা জীবনের গল্প বলতে চাননি বলেই বোধহয় কখনও ‘ট্র্যাডিশনালিস্ট’ হননি। নিছক নান্দনিক নিরীক্ষার জন্যে নয়, নতুন কথা বা নতুন বিষয় বিধৃত করার জন্যেই ফিল্মের ফর্ম বা টেকনিক নিয়ে অবিরত ভাঙচুর চালিয়ে গিয়েছেন। তাছাড়া এরকম চাপেই তো বারবার বদলে গিয়েছে যাবতীয় আর্টফর্মের ব্যাকরণ, তবে কেন সে পরিবর্তন ফিল্মের আয়ত্তাধীন হবে না, বা এভাবেই কোনও স্বাবলম্বন খুঁজে

নেবে না ফিল্ম--- এ প্রশ্নের উত্তর নিজের ছবি তৈরির ভিতর দিয়ে আজীবন দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন মৃণাল সেন।

ফলে তাঁর ফিল্মের ফর্মের এই বিস্তর ভাঙচুর নিয়ে আলোচনা তর্কাতর্কিও কম হয়নি। কিন্তু আঙ্গিক নিয়ে এই নিরীক্ষা মৃণালবাবুর হাতে কখনও কোনওদিনই অহেতুকের খেলা হয়ে ওঠেনি। চারপাশের মতিচ্ছন্ন সময়কে কাটাছেঁড়ার তাগিদে, সমাজ এবং মানুষের গভীর ব্যবচ্ছেদকে তুলে ধরার তাগিদে তিনি বার বার ব্যবহার করেন এই প্রকরণগত কৌশল। ১৯৬৯-এ *ভুবন সোম* থেকে পাকাপাকি ভাবে এর সূত্রপাত।

ভুবন সোম শুধু মৃণাল সেনেরই প্রথম হিন্দি ছবি নয়, হিন্দি ছবির জগতেও প্রথম ‘নবতরঙ্গ’। এই আন্দোলনের সূত্রপাত করে হিন্দি ছবির ভাবনার জগৎটাকে কিংবা বানানোর রীতিনীতিকে একেবারে উল্টেপাল্টে দিয়েছিল এ-ছবি। সরলরৈখিক গল্পবলা থামিয়ে এক-একটা চরিত্রের ভিতর থেকে আর-একটা মানুষকে টেনে বের করে আনার বিরল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। কত কম খরচায় কত ভাল ছবি করা যায় সেটাই সে-ছবিতে করে দেখিয়েছিলেন মৃণাল সেন। তৎকালীন সরকারি ফিল্ম প্রযোজক সংস্থা এফ.এফ.সি (অধুনা এন.এফ.ডি.সি)-র ইতিহাস বদলে দিয়েছিল একেবারে ছবিটি, সাহস জুগিয়েছিল সংস্থাটিকে পরবর্তী কালে নতুন ধারার ছবিতে অর্থ বিনিয়োগের।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ছবি করে গিয়েছেন মৃণালবাবু তাঁর দীর্ঘ শিল্পজীবনে। ছবিগুলি নিয়ে কিছু বলতে গেলেই এক কুণ্ঠাহীন আন্তর্জাতিকতার বোধ বেজে ওঠে তাঁর গলায়, বলেন “আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন যে আপনি কেন এত বিভিন্ন ভাষায় ছবি করেন। আমি বলি আমি দারিদ্র নিয়ে ছবি করি। আফ্রিকাতে গিয়ে সোয়াহিলি ভাষাতেও ছবি করতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না যদি আমি ফিজিকাল পিকিউলিয়ারিটিগুলো ধরতে পারি, যেটা সবসময় সারফেস-এ থাকে।”

স্বাধীনতার পর থেকে টানা এই নতুন শতক অবধি ছবি করে গিয়েছেন মৃণাল সেন, কিন্তু জন্ম তো তাঁর পরাধীন ভারতবর্ষেই। ফলে জন্মের সময় মাথার ওপর যে দেড়শো বছরের ঔপনিবেশিকতার চাপ ছিল, তা আজীবন টের পেতেন তিনি। যে মুহূর্তে পরিবেশের মধ্যে নিজেকে নিঃসম্পর্কিত এবং পরবাসী বলে অনুভব করতেন, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ছবির বীজ জন্ম নিত তাঁর মাথার মধ্যে, যা শিল্পের ছদ্ম সৌন্দর্যনিষ্ঠা ছাপিয়ে অর্জন করে আনত সত্য।

=======